Volume 25 : 2022-2023
Journal of Philosophy and the Life-world
Vidyasagar University Midnapore 721102 WB

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে ব্যাপ্তি (প্রথম লক্ষণ)-র পাঠপদ্ধতি

অঞ্জন দাস
সহকারী অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার

ন্যায়দর্শনসম্মত প্রমাণ প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান-শব্দ ভেদে চতুর্বিধ। মূলতঃ এই প্রমাণকে অবলম্বন করে নব্যন্যায়দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবন্যায়মতে অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপার পরামর্শ। সুতরাং অনুমিতির হেতু এই যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়ীভুত যে ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তিস্বরূপবিষয়ে দার্শনিকরা নানা মত ব্যক্ত করেছেন। যার ফলস্বরূপ আচার্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ‘ভাষাপরিচ্ছেদ’ গ্রন্থে ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণ লক্ষিত করেছেন। প্রথম লক্ষণটি প্রচলিত ব্যাপ্তিবিষয়ক পূর্বপক্ষীদের চিন্তন। তার কারণ লক্ষণটি বিচার করে দেখা গেছে কেবলান্বয়ীস্থলে লক্ষণটি অপ্রসিদ্ধ। সেই কারণে ব্যাপ্তির দ্বিতীয় লক্ষণ করা হয়েছে। তথাপি লক্ষণটি বিচার করা আবশ্যক। লক্ষণটি হল – ‘সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ’। সরলার্থ হল সাধ্যবদন্যনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি। লক্ষণটি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে খুবই সহজ, কিন্তু তা নয়। এর পাঠপদ্ধতি যথাযথ না করতে পারলে লক্ষণটির যথার্থ অর্থ জানা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আলোচ্য নিবন্ধে তাই এর পাঠপদ্ধতি সরলভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সদ্ধেকেতু স্থলে লক্ষণটির সমন্বয় দেখানো হয়েছে, তেমনি অসদ্ধেহেতু “স্থলেও লক্ষণসমন্বয় দেখানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অনুমিতিস্থলে লক্ষণের দোষ দেখিয়ে তার নিরসনও করা হয়েছে শোধনিবন্ধে। পরিশেষে কেন লক্ষণটি প্রমাদরহিত হল না, তাও সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে উদাহরণসহ।

বীজশব্দ: ব্যাপ্তি, পক্ষ, সাধ্য, হেতু, পরামর্শ, অনুমিতি

ভারতীয় দর্শন আস্তিক-নাস্তিক ভেদে দ্বিবিধ। বস্তুতঃ যাঁরা বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেন তাঁরা হলেন আস্তিক, আর যাঁরা স্বীকার করেন না তাঁরা নাস্তিক। এই আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানতন্ত্রবাদী হলেন ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ এবং পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। সমানতন্ত্র বলতে যাদের মধ্যে কিছু মত পার্থক্য থাকলেও বেশিরভাগ স্থলে তাদের মত এক বা সমান। আমার উক্ত শোধপ্রবন্ধে বিবক্ষিত সমানতান্ত্রিকরা হলেন ন্যায় ও বৈশেষিক। এদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে কিন্তু সেটা খুবই কম। যাই হোক, ন্যায় দর্শনের প্রণেতা হলেন মহর্ষি গৌতম এবং বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা কণাদ মুনি। এই দুই দর্শনকে অবলম্বন করে অনেক প্রকরণগ্রন্থ বিরচিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থটি। ভাষাপরিচ্ছেদগ্রন্থে ন্যায়দর্শনের যে পদ্ধতিকে অনুসরণ করে গ্রন্থকার স্বমত উপস্থাপন করেছেন তা মূলত নব্যন্যায়দর্শনের পদ্ধতি। আর যেখানে ন্যায়দর্শনের রহস্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে উন্মোচন করা দুরূহ ব্যাপার, সেখানে ন্যায়দর্শনের রহস্যকে যদি নব্যন্যায়ের ভাষাশৈলীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাহলে তা যে কোনো পাঠকের পক্ষে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন –

> “ন্যায়মধীতে সর্বস্তনুতে কুতুকান্নিবন্ধমপ্যত্র।
> অস্য তু কিমপি রহস্যং কেচন বিজ্ঞাতুমীশতে সুধিয়ঃ।।”[১]

যেমন আমরা দেখি ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে ব্যাপ্তির আলোচনা সম্পূর্ণ নব্যন্যায়শৈলীকে অবলম্বন করে হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণ করেছেন - প্রথমটি হল ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষিলক্ষণ এবং দ্বিতীয় লক্ষণটি হল ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ। আমার আলোচ্য বিষয় হল ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষিলক্ষণ তথা প্রথম লক্ষণ।

আমাদের প্রথমে ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কটি স্থলে তা খুঁজতে হবে। মূলতঃ দুটি স্থলে ব্যাপ্তির প্রয়োজন হয় – প্রথম, যখন আমরা স্বয়ং অনুমান করতে প্রবৃত্ত হয় (স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে); দ্বিতীয়, যখন আমরা অপরকে অনুমান দ্বারা বোঝাতে প্রবৃত্ত হই (পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে)। এবার আমরা প্রথমস্থলে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায় তা দেখাতে চাই। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করছে । এখন যদি আমরা তার ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করি তাহলে দেখব সে ইতঃপূর্বে কোন এক সময়ে মহানস বা গোষ্ঠ বা চত্বরে ধূম ও অগ্নিকে একসঙ্গে দেখেছে। কীরকম ধূম ও অগ্নিকে একসঙ্গে দেখা গেছে ? যেখানে অগ্নি থেকে অবিছিন্নমূলরেখাকারে ধূম নির্গত হচ্ছে তেমন ধূম ও অগ্নিকে একসঙ্গে সে দেখেছে। অতএব তার মনে একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে যেখানে ধুম থাকে সেখানে অগ্নি থাকে - এটি হল ধূম ও অগ্নির সাহচর্য নিয়ম বা সম্বন্ধ । এই সাহচর্য নিয়মকে বলা হয় ব্যাপ্তি। তর্কসংগ্রহে তাই ব্যাপ্তির লক্ষণ করেছেন অন্নংভট্ট – “যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নি ইতি সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ”।[২] সেই ব্যক্তি এইরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞানলাভ করবার পর যদি

অন্য কোন সময়ে পর্বতে অবিচ্ছিন্নমূলরেখারূপ ধূম দেখে, তাহলে তার মনের মধ্যে ধূম ও বহ্নির এই সহচর্য নিয়ম বা সম্বন্ধটির কথা স্মরণ হবে অর্থাৎ ব্যাপ্তি স্মরণ হবে।

এইভাবে ব্যাপ্তি স্মরণের পর তার মনে হয় যে, বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম সেই ধূম এই পর্বতে রয়েছে অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে ধূম সেই ধূম উক্ত পর্বতে বিদ্যমান। এই ব্যাপারটির নাম হল 'পরামর্শ'।[৩] এখন এই পরামর্শটি যদি পর্বতে বহ্নির সংশয় বা অনুমিতি করবার ইচ্ছা বা অনুমিৎসাশূন্য সিদ্ধির অভাব নামক 'পক্ষতা' সহকৃত হয়, তাহলে তখন 'পর্বতটি বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি হয়। সুতরাং দেখা গেল, যখনই কোন অনুমিতি হয় কারও তখনই বুঝতে হবে - প্রথমে তার কোন এক সময়ে হেতু ও সাধ্যের সাহচর্য দর্শন হয়েছে, তারপর ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়েছে, তারপর সময়ান্তরে অনুমিতির লিঙ্গ (হেতু) দর্শন হয়েছে, তারপর উক্ত ব্যাপ্তিস্মরণ হয়েছে, তারপর পরামর্শ হয়েছে এবং তারপর তার অনুমিতি হয়। অতএব দেখা গেল – ব্যাপ্তিজ্ঞানটি অনুমিতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকলে অনুমিতি হতেই পারে না। তাই নব্যমতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হল অনুমিতির করণ। ভাষাপরিচ্ছেদেও বলা হয়েছে – "ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেত্ অনুমায়াম্ ..." ।[৪]

এবার দ্বিতীয় পরার্থানুমানস্থলে অর্থাৎ অন্যকে অনুমিতি করাতে হলে আমরা তখন অন্য উপায়ে তা সিদ্ধ করি। অর্থাৎ এই সময় আমরা এমন কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করি, যার দ্বারা সেই ব্যক্তির অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এই ব্যাক্যাবলীর নাম হল 'ন্যায়'। ন্যায়শাস্ত্রমতে এই বাক্যের সংখ্যা হল পাঁচ এবং তাই প্রত্যেক বাক্যকে ন্যায়াবয়ব বলা হয়। সেগুলি হল – ১. প্রতিজ্ঞা, ২. হেতু, ৩. উদাহরণ, ৪. উপনয়, ৫. নিগমন। আচার্য বরদারাজ তাঁর তার্কিকরক্ষাগ্রন্থে এই বিষয়টি অতি সহজে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন সুন্দরভাবে –

> "যঃ পরার্থানুমানস্য প্রয়োগো বাক্যলক্ষণঃ ।।
> তস্যাবান্তরবাক্যানি কথ্যন্তেহবয়বা ইতি ।
> তে প্রতিজ্ঞাদিরূপেণ পঞ্চেতি ন্যায়বিস্তরঃ।।"[৫]

এখন আমরা দেখাব কিভাবে এই অবয়ব গুলির সাহায্যে একজনের অনুমিতি উৎপন্ন হয় এবং এর মধ্যে ব্যাপ্তির স্থানই বা কোথায়? প্রথমস্থলের মত ধরা যায়, কোন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে পর্বতে ধুম দেখে বহ্নির অনুমিতি করাতে হবে। এর জন্য তাকে প্রথমে বলব 'পর্বতটি বহ্নিযুক্ত' বা 'পর্বতো বহ্নিমান্' এটি হল প্রতিজ্ঞা বাক্য। সাধারণভাবে ব্যক্তিটির মনে প্রশ্ন জাগবে কেন পর্বতটি বহ্নিযুক্ত বা বহ্নিমান্ হবে ? এই প্রশ্ন নিরসনের জন্য আমরা তাকে বলব, যেহেতু এখানে ধূম রয়েছে এবং এটি হল 'হেতুবাক্য'। বস্তুতঃ এইজন্য হেতুবাক্যকে দ্বিতীয় অবয়ব বলা হয়। স্বভাবতঃ এর পরেই সেই ব্যক্তির মনে প্রশ্ন জাগবে 'আচ্ছা ধূম থাকলেই বহ্নি থাকবে কেন?' যেহেতু তার আগে এরকম কোন অনুমতি উৎপন্ন হয়নি, তাই সে বারবার এরকম কেন কেন বলে প্রশ্ন করতে পারে। এইজন্য

এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে - আমরা রন্ধনশালাতে গোষ্ঠ বা চত্বরে ধূমের সঙ্গে বহ্নিকে দেখেছি এবং আমাদের জ্ঞান হয়েছে 'যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিঃ।' এটি হল উদাহরণবাক্য বা তৃতীয় ন্যায়াবয়ব। বস্তুত: এখানে রন্ধনশালা প্রভৃতি হল দৃষ্টান্ত। সুতরাং উদাহরণের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করে শ্রোতার মনে সম্ভাবিত প্রশ্নোত্তর নিরসন করা হয়। এরপর ব্যক্তিটির মনের মধ্যে প্রশ্ন আসবে, উক্তস্থলে অর্থাৎ পর্বতস্থলে এই উদাহরণবাক্যের প্রয়োজনটা কোথায় ? এই জন্য চতুর্থ ন্যায়াবয়বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বলা হবে তখন যেহেতু আমরা দেখেছি যেখানেই ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে অর্থাত্ ধূম ও বহ্নির মধ্যে একটা সাহচর্য নিয়ম বর্তমান, তদ্রূপ পর্বতস্থলেও যেহেতু ধূম আছে তাই এখানে উক্ত নিয়মটির প্রতিফলন ঘটবে। এই বাক্যকে আমরা 'উপনয়' বলে থাকি। এরপর আমরা সিদ্ধান্তে আসব, আমাদের প্রতিজ্ঞাবাক্য ছিল 'পর্বতো বহ্নিমান্', এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি হবে। সুতরাং পর্বতটি বহ্নিমান্। এটি পঞ্চম ন্যায়াবয়ব বা নিগমন বাক্য বা সিদ্ধান্ত বাক্য। এইভাবে আমরা শ্রোতাকে অনুমিতি করাই। এখন দেখতে হবে এই পরার্থানুমিতির প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্তির স্থান কোথায়? ব্যাপ্তির স্থান নির্দেশ করতে হলে তৃতীয় ন্যায়াবয়ব বা উদাহরণ বাক্যকে বলতে হবে। কারণ এখানে 'যত্র ধূমঃ তত্র বহ্নিঃ' এই সাহচর্য নিয়ম দেখানো হয়েছে। এভাবে আমরা ব্যাপ্তির প্রয়োজন দেখতে পেলাম।

এরপর আমরা দেখব ভাষাপরিচ্ছেদকার আচার্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ব্যাপ্তির যে পূর্বপক্ষীলক্ষণ করেছেন তা মূলতঃ তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তি বিষয়ে পূর্বপক্ষীদের পাঁচটি লক্ষণের সংক্ষেপ প্রতিফলন।[৬] সেই পাঁচটি লক্ষণ হল –

১. সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব।
২. সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব।
৩. সাধ্যবত্প্রতিযোগিতান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য।
৪. সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব।
৫. সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি।

আর ভাষাপরিচ্ছেদে ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষীলক্ষণ হল – "সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ।"[৭] সরলার্থ হল - সাধ্যবদন্যনিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি। 'সাধ্যবদন্য' শব্দটির অর্থ হল সাধ্যবত্প্রতিযোগিকভেদবত্, 'অস্মিন্' এই সপ্তমীর অর্থ হল নিরূপিত, 'অবৃত্তিত্ব'পদটি অভাবার্থক[৮] নঞ্পদের সঙ্গে বৃত্তিত্বের সমাস হয়ে নিষ্পন্ন হওয়ায় তার অর্থ হয় বৃত্তিত্বভাব। বৃত্তিত্বশব্দের অর্থ আধেয়ত্ব। বস্তুত: বিশেষ্য দ্বারা যেমন বিশেষণ কে জানা যায়, সেই রকম অধিকরণের দ্বারা বৃত্তিত্ব বা আধেয়ত্ব নিরূপিত হয়, অর্থাত্ অধিকরণের দ্বারাই বৃত্তিত্বকে জানা যায়। এজন্য বৃত্তিত্বটি অধিকরণ নিরূপিত। অতএব লক্ষণটির শাব্দবোধ হবে - সাধ্যাধিকরণপ্রতিযোগিকভেদাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি। হেতুগত এই বৃত্তিত্বের অভাব হচ্ছে ব্যাপ্তি। সাধ্য অনুমিতি জ্ঞানের বিধেয় বিষয়কে বলা হয়। এবার আমরা উদাহরণের সাহায্যে লক্ষণটির অর্থ বুঝব, প্রথমে সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণটিকে পরীক্ষা করা হবে, যেমন

‘পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্’ এটি হল সদ্ধেতুস্থল। এই অনুমিতিস্থলে সাধ্য[৯] হল বহ্নি, সাধ্যবান্ বা সাধ্যাধিকরণ হল পর্বত, সাধ্যাধিকরণভিন্ন হল জলহ্রদ প্রভৃতি। সেই সাধ্যাধিকরণভিন্ন জলহ্রদ প্রভৃতি যে সমস্ত মীন, শৈবলাদি পদার্থ থাকে, তাদেরকেই সাধ্যাধিকরণভিন্ননিরূপিতবৃত্তি বলে। অতএব দেখা যাচ্ছে হেতু ধূম সাধ্যাধিকরণভিন্নজলহ্রদাদিতে থাকে না, অর্থাৎ বৃত্তিত্ব হয়নি। ধূমে এই যে সাধ্যাধিকরণভেদাধিকরণভিন্ননিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবই হল বহ্নির ব্যাপ্তি।

এরপর অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণটি পরীক্ষা[১০] করা হবে, যেমন ধরা যাক ‘পর্বতো ধূমবান্ বহ্নে:’ এই স্থলে সাধ্যবদ্ভিন্ন হল তপ্তায়ঃপিণ্ড প্রভৃতি, তাতে বহ্নি থাকায় সাধ্যবদ্ভিন্ননিরূপিত বৃত্তিত্ব থাকে, বৃত্তিত্বে অভাব না থাকায় লক্ষণটি অলক্ষ্যে আর গেল না বা অতিব্যাপ্তি হল না, অর্থাৎ লক্ষণসমন্বয় হল।

এতত্সত্ত্বেও লক্ষণটি দোষমুক্ত হতে পারবে না, কারণ কোন সম্বন্ধে সাধ্যের অধিকরণ ধরতে হবে তা বলা হয়নি, অন্যথা যে কোনো সম্বন্ধে সাধ্যের অধিকরণ ধরলে সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তিদোষ দেখা যাবে। যেমন ধরা যাক, ‘বহ্নিমান্ ধূমাত্’ এই স্থলে সাধ্যের অধিকরণ সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অবয়ব অর্থাৎ সেই হল বহ্নিমান্, তদ্ভিন্ন পর্বত, গো , চত্বর ও মহানস। এই সকল স্থানে ধূম বৃত্তি হয়েছে। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল হেতু ধূমের অবৃত্তি। তাই অবৃত্তি না হওয়ায় আব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট ব্যাপ্তিলক্ষণ। এই অব্যাপ্তি নিরসনের জন্য আমাদের যে সম্বন্ধে সাধ্য, সেই সম্বন্ধে সাধ্যবান্ বা সাধ্যাধিকরণ বুঝতে হবে।[১১] এখানে বহ্নি সাধ্য পক্ষে তথা পর্বতে সংযোগসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যবান্কেও সংযোগসম্বন্ধরূপে গ্রহণ করতে হবে। সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যবান্ হল পর্বতাদি, তদ্ভিন্ন জলহ্রদাদি, তাতে ধূম হেতু থাকে নাত। এর ফলে ব্যাপ্তিলক্ষণটি আপাতত: প্রতিষ্ঠিত হল। বস্তুত: পক্ষে যে সম্বন্ধে সাধ্য থাকে বা পক্ষে যে সম্বন্ধে সাধ্যের অনুমিতি হয়, সেই সম্বন্ধকে আমরা সাধ্যতাবচ্ছেদসম্বন্ধ বলি। এর ফলে লক্ষণটির কায় হবে সাধ্যতাবচ্ছেদসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্প্রতিযোগিতাকভেদবন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি।

তথাপি ব্যাপ্তি লক্ষণটি দোষমুক্ত হয় না। আমরা দেখেছি পর্বত, গোষ্ঠ, চত্বর ও মহানস - এই পক্ষগুলিতে সাধ্যতাবচ্ছেদসংযোগসম্বন্ধে সাধ্য বহ্নি আছে বলে এরা প্রত্যেকেই সাধ্যবান্। কিন্তু আমরা যত্কিঞ্চিদ্ অভাব ধরলে এরা প্রত্যেকেই সাধ্যবদ্ভিন্ন বা সাধ্যবান্ হবে। যেমন ধরা যাক, যখন আমরা পর্বতে বহ্নিকে দেখব তখন মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বরে পর্বতীয় বহ্নির অভাবকে ধরতে পারব। আবার যখন মহানসে বহ্নিকে দেখব তখন পর্বত, গোষ্ঠ ও চত্বরে মহানসীয় বহ্নির অভাবকে ধরতে পারব। এরকম ভাবে পর্বত, মহানস প্রভৃতি সকলেই সাধ্যবদন্য হয়ে যাবে। এর ফলে হেতু ধূম ওই সকল সাধ্যবদন্য মহানস প্রভৃতিতে আছে, সে তখন সাধ্যবদন্যবৃত্তি হচ্ছে, বৃত্তিত্বের অভাব আর হচ্ছে না, লক্ষণটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অব্যাপ্তি বারণের জন্য সাধ্যবদন্য বলতে সাধ্যবত্ত্বাবছিন্নপ্রতিযোগিকভেদবান্ বুঝতে হবে।[১২] যে ভেদের প্রতিযোগিতা সাধ্যবত্ত্ব ধর্মের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন, সেই ভেদই সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদ। অর্থাত্ ‘সাধ্যবান্ ন’ – এইরূপ ভেদের প্রতিযোগী হবে সাধ্যবান্। প্রতিযোগিতা সাধ্যবতে থাকবে এবং ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হবে

সাধ্যবত্ত্ব। কারণ সাধ্যবত্ত্বই প্রতিযোগিতার অন্যূন ও অনতিরিক্ত দেশবৃত্তি ধর্ম। সুতরাং ‘সাধ্যবান্ ন’ বলতে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদ, তা পর্বত, মহানস প্রভৃতিতে থাকে না। এরফলে যৎকিঞ্চিত্ অভাব আর ধরতে পারবো না। কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যবত্ত্ব মহানস প্রভৃতিতে রয়েছে। অতএব মহানস প্রভৃতিতে ধূম থাকলেও তা সাধ্যবদন্যবৃত্তি নয়। এর ফলে ধূমে ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। তাহলে লক্ষণটি বর্তমানে এরূপ হল – সাধ্যতাবচ্ছেদসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদবন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি।

তথাপি ব্যাপ্তিলক্ষণটি দোষমুক্ত হয় না। কারণ আমরা জানি একটি পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে থাকে। যেমন আমাদের বিবক্ষিত হেতু ধূম পর্বতে সংযোগসম্বন্ধে, ধূমাবয়বে সমবায়সম্বন্ধে, কালে কালিকসম্বন্ধে এবং জ্ঞানে বিষয়িতাসম্বন্ধে থাকে। এছাড়া আমরা আরও জানি যে, যে বস্তু যে অধিকরণে যে সম্বন্ধে আধেয় হয়, সেই সম্বন্ধে সেখানে তার সেই অধিকরণনিরূপিত আধেয়ত্বটি (বৃত্তিত্ব) অবচ্ছিন্ন হয়। অতএব পর্বতে ধূম সংযোগসম্বন্ধে আধেয়, আর পর্বতনিরূপিত ধূমনিষ্ঠ আধেয়ত্বটি সংযোগসম্বন্ধাবছিন্ন। এইরূপ ধূমাবয়বনিরূপিত ধূমনিষ্ঠ আধেয়ত্বটি সমবায়সম্বন্ধাবছিন্ন। কালনিরূপিত ধূমনিষ্ঠ আধেয়ত্বটি কালিকসম্বন্ধাবছিন্ন। জ্ঞাননিরূপিত ধূমনিষ্ঠ আধেয়ত্বটি বিষয়িতাসম্বন্ধাবছিন্ন। সুতরাং যেমন ভাবে নানা সম্বন্ধের দ্বারা অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্ব (আধেয়ত্ব) অবছিন্ন হয়ে থাকে, তেমনভাবে নানা সম্বন্ধে দ্বারা সাধ্যবদন্যনিরূপিত বৃত্তিত্বও অবচ্ছিন্ন হতে পারে। সেইহেতু ‘পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্’ এই সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন যে সাধ্যবত্, তদ্‌ভিন্ন যে ধূমাবয়ব, তাতে হেতু ধূম সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি হয়ে যায়, তাতে সাধ্যবদন্যনিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব নেই, কিন্তু বৃত্তিত্বের অভাব থাকা উচিত ছিল, তা না হওয়ায় অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয় লক্ষণটি। এই অব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য বৃত্তিত্বাভাব শব্দে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের অভাব বুঝতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে আর অব্যাপ্তি হবে না। পক্ষে যে সম্বন্ধে হেতু থাকে, তা হল হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ। অতএব ‘পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্’ এখানে পক্ষ পর্বতে ধূম হেতুতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকায় আর অব্যাপ্তি হবে না। কারণ ধূম ধূমাবয়বে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, হেতুতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে না থাকায় অব্যাপ্তি হবে না। তাই মুক্তাবলীতে বলা হয়েছে – “যেন সম্বন্ধেন হেতুতা তেনৈব সম্বন্ধেন সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বং বোধ্যম্।” অতএব বর্তমানে ব্যাপ্তিলক্ষণটির শরীর হবে – সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদবন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি।

এতত্সত্ত্বেও ব্যাপ্তিলক্ষণটি দোষহীন হয় না। কারণ অসদ্ধেতুস্থলে উক্তলক্ষণটি চলে যাবে। যেমন – ‘ধূমবান্ বহ্নেঃ’ এস্থলে সাধ্য হচ্ছে ধূম, সাধ্যবত্ পর্বত, গোষ্ঠ, চত্বর ও মহানস। তদ্‌ভিন্ন জলহ্রদ প্রভৃতি। এই জলহ্রদ প্রভৃতিতে সংযোগসম্বন্ধে মীন, শৈবাল প্রভৃতি থাকলেও বহ্নি নেই। অতএব এখানে বহ্নি সাধ্যবদন্যে বৃত্তি হয়নি, বৃত্তি না হওয়ায় অলক্ষ্যে লক্ষণ চলে যাওয়ায় অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়ে গেল ব্যাপ্তিলক্ষণটি। এই অতিব্যাপ্তিদোষ নিরসনের জন্য বৃত্তিত্বাভাব শব্দে বৃত্তিত্বাবছিন্ন

প্রতিযোগিতাক বৃত্তিত্বাভাবকে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে অতিব্যাপ্তিদোষ আর হবে না। কারণ আমরা জানি সাধ্যবদন্য পদার্থটি বহুসংখ্যক। তাই সাধ্যবদন্য যত সংখ্যক হবে, তত সংখ্যক তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব হবে। সুতরাং যত সংখ্যক বৃত্তিত্ব, তত সংখ্যক বৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি, যৎকিঞ্চিত্ বৃত্তিত্বের অভাব ব্যাপ্তি নয়। অতএব ‘ধূমবান্ বহ্নে:’ এইস্থলে সাধ্যবদন্য হল জলহ্রদ, ঘট, পট, তপ্তায়ঃপিণ্ড প্রভৃতি বহু পদার্থ। তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বও পৃথক্ পৃথক্। তন্নিরূপিত শব্দের অর্থ হল সাধ্যবদন্যনিরূপিত। তাই প্রকৃতস্থলে সাধ্যবদন্য জলহ্রদ ও ভূতল নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব আছে, তবে সাধ্যবদন্য তপ্তায়ঃপিণ্ডে বহ্নি হেতুর বৃত্তির অভাব নেই অর্থাত্ বৃত্তিত্ব আছে। সুতরাং উক্তস্থলে লক্ষণটি না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয় না। বর্তমানে ব্যাপ্তিলক্ষণটির সম্পূর্ণশরীর দাঁড়াল - সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদবন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি।

এতক্ষণ ধরে আমরা ব্যাপ্তির লক্ষণ বিশ্লেষণ করে যেখানে উপস্থিত হলাম, তা হল সাধ্যবদন্যনিরূপিত যাবতীয় বৃত্তিত্বের অভা্বই ব্যাপ্তি। এতত্সত্ত্বেও ব্যাপ্তিলক্ষণটি দোষমুক্ত নয়। যেমন – ‘ইদং দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাত্’ অর্থাৎ এটি দ্রব্য, যেহেতু তাতে গুণ ও কর্মের অন্যত্ববিশিষ্ট সত্তা আছে। অতএব দেখতে পাচ্ছি এটি সদ্ধেতুস্থল। এই অনুমিতিস্থলে পক্ষ ইদং অর্থাৎ সম্মুখে অবস্থিত কোন বস্তু। সাধ্য দ্রব্যত্ব এবং হেতু গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বা। এখানে হেতুবাক্যের অর্থ হল গুণ ও কর্মের ভেদ বিশিষ্ট সত্তা। আমরা জানি দ্রব্য একটি পদার্থ, আর গুণ ও কর্ম ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং দ্রব্যে গুণ ও কর্মের ভেদ বর্তমান, যেহেতু তারা ভিন্ন পদার্থ, এছাড়া দ্রব্যে সত্তাও আছে। সুতরাং সত্তাটি দ্রব্যে গুণ কর্মভেদের সমানাধিকরণ। সত্তায় গুণকর্মভেদের সামানাধিকরণ্য থাকায় সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে গুণকর্মের ভেদই সত্তাতে আছে। তাই দ্রব্যে যে সত্তা আছে তা গুণ ও কর্মের ভেদবিশিষ্ট সত্তা নামে অভিহিত করা হয়। অতএব এই বিশিষ্ট সত্তা যেখানে থাকবে সেখানে দ্রব্যত্বও থাকবে বলে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সত্তাতে আছে। কিন্তু বিশিষ্ট সত্তাতে থাকবে না ব্যাপ্তিলক্ষণটি। কারণ অনুমিতিস্থলে সাধ্য দ্রব্যত্ব, সাধ্যবত্ দ্রব্য, তদ্ভিন্ন গুণ, কর্ম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ। যাবতীয় পদার্থের মধ্যে উক্তস্থলে সাধ্যবদ্ভিন্ন গুণ ও কর্মে সত্তা আছে বলে বিশিষ্টসত্তাও আছে। যেহেতু ‘বিশিষ্টং শুদ্ধান্নাতিরিচ্যতে’ এই নিয়মবলে সত্তা ও বিশিষ্টসত্তা এক। তাই সাধ্যবদ্ভিন্ন অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন গুণ ও কর্মে বিশিষ্ট সত্তা থাকায়, তাতে সাধ্যবদন্যনিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব নেই, অভাব না থাকাতে লক্ষ্যে লক্ষণ গেল না, তার ফলে লক্ষণটি অব্যাপ্তিদোষ হয়।

এই অব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য লক্ষণে বৃত্তিত্বাভাব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ হবে হেতুতাবচ্ছেদকরূপে বৃত্তিত্বাভাব।[১৩] এখানে হেতু হল গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তা। হেতুতাবচ্ছেদক হল গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্ব। এই গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্ব গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাতে থাকে। অর্থাত্ সাধ্যবদ্ভিন্ন তথা দ্রব্যভিন্ন গুণ-কর্মে যে সত্তা আছে সেই সত্তাতে আর গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্ব বৃত্তিত্ব না হওয়ায়, বৃত্তিত্বের অভাব হল, এর ফলে অব্যাপ্তি নিবারণ করে ব্যাপ্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ হল -

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদবন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি ।

এতক্ষণ ধরে ব্যাপ্তির যে লক্ষণটি আমরা আলোচনা করলাম তা মূলত: প্রমাদযুক্ত লক্ষণ। কারণ আমরা জানি যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের একাধিক লক্ষণ হয় তাহলে সেই লক্ষণগুলির উত্তরোত্তর লক্ষণটি বলবৎ হবে। সুতরাং ভাষাপরিচ্ছেদে ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণ কথিত হয়েছে, তাহলে এখানেও উত্তরবর্তী লক্ষণটি বলবৎ হবে। কারণ প্রথম লক্ষণে প্রমাদ থাকে বলেই দ্বিতীয়লক্ষণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। তদ্বত্ এখানেও আলোচ্য লক্ষণটি প্রথম লক্ষণ এবং লক্ষণটি প্রমাদযুক্ত। কারণ ব্যাপ্তির এই প্রথম লক্ষণটি কেবলান্বয়ী অনুমিতি স্থলে সাধ্যবদ্ অন্যের অপ্রসিদ্ধিবশত: বাচ্যত্বাদি হেতুতে না থাকায় অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়। তবে অনেক দার্শনিক কেবলান্বয়ী অনুমান স্বীকার করেন না। তাই তাঁদের জন্য গ্রন্থাকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ‘সত্তাবান্ জাতে’ এই স্থলটির উদাহরণ দিয়ে অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন। এখানে সাধ্য হল সত্তা, সাধ্যবত্ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, তদন্য সামান্যাদি। এই সামান্যাদিনিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের অপ্রসিদ্ধিবশত: হেতুজাতিতে ব্যাপ্তি লক্ষণ না থাকায় অব্যাপ্তিদোষ হয়। তাই তিনি দ্বিতীয় লক্ষণ করেছেন –

> “অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা।
> সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে।।”[১৪]

অর্থাত্ হেতুর অধিকরণে বৃত্তি যে অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগি সাধ্যের সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি।

তথ্যসূত্র

১. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. *ন্যায়পরিচয়.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০০৬, পৃ. ১

২. অন্নংভট্ট. *তর্কসংগ্রহ.* সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী. কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭৯

৩. ব্যাপ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে। কারিকাসংখ্যা–৬৮

৪. ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকাসংখ্যা–৬৬

৫. তার্কিকরক্ষা, কারিকাসংখ্যা–৬৩, ৬৪

৬. ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষী পাঁচটি লক্ষণসমন্বিত গ্রন্থকে ব্যাপ্তিপঞ্চক বলা হয়

৭. ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকাসংখ্যা–৬৮ (শেষ চরণ)

৮. তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বংস্তদল্পতা।

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ।।
অর্থ–নঞের ছয়টি অর্থ সাদৃশ্য, অভাব, অন্য, অল্প, অপ্রশস্ত এবং বিরোধ।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১. পৃ. ২৩

৯. মান্ বান্ বর্জিয়া সাধ্য আন গর্জিয়া ।
যদি না থাকে বান্ মান্ ত্ব চড়াইয়া সাধ্য আন।।
ভট্টাচার্য, অমিত. *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩. পৃ. ৮৭

১০. ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তি: উদ্দেশ: লক্ষণং পরীক্ষা চেতি।
মহর্ষি গৌতম. *ন্যায়দর্শন.* সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১১, পৃ. ৮১

১১. অত্র যেন সম্বন্ধেন সাধ্যং, তেনৈব সম্বন্ধেন সাধ্যবান্ বোধ্যঃ।
বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন. *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী (অনুমানখণ্ড)*, অনুবাদক রাজারাম শুক্ল, বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭. পৃ. ৩৭

১২. সাধ্যবদন্যশ্চ সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদবান্ বোধ্যঃ।
তদেব, পৃ. ৪০

১৩. হেতুতাবচ্ছেদকরূপেণাবৃত্তিত্বং বাচ্যম্।
তদেব, পৃ. ৪৬

১৪. ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকাসংখ্যা–৬৯